দর্শনায় পুর্ব শত্রুতার জেরে শাহারুলকে কুপিয়ে জখম

দর্শনায় পুর্ব শত্রুতার জের ধরে বিএনপির গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।এতে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে দর্শনা মোবারকপাড়ার পিয়ার আলীর ছেলে শাহারুল(৩৫) নামের একজন।

তাকে মুমুর্ষ অববস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।ঘটনার বিবরনে জানাগেছে,গত পরশু মামুন নামের একজন দর্শনা রেল বাজার কাঁচা পট্রিতে বসে ছিল।বসে থাকা অবস্থায় পরানপুর গ্রামের আঃ জলিলের ছেলে শিমুল ও জাবেদ তাকে মারধর করে।

এ ঘটনার জের ধরে রবিবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে পরানপুর গ্রামের শিমুল, জাবেদ,জনি ও রানা মোবারক পাড়া শাহারুলের বাড়িতে হামলা চালায়।হামালা চালিয়ে শাহারুলকে রামদা ও হাতুড়ি দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে মারাত্মকভাবে রক্তাক্ত জখম করে।তার সারা শরীলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ১৬ টি সেলাই গিয়েছে বলে জানাগেছে।

শাহারুলকে মুমুর্ষ অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।এ ঘটনায় শাহারুলের পিতা পিয়ার আলী বাদি হয়ে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে।এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, এ ঘটনায় দর্শনা থানায় ৪ নাম উল্লেখ করে মামলা হয়েছে।তবে এখনো পর্যন্ত কোন আসামীকে গ্রেফতার করতে পারেনী।

আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা সারের মজুত ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়নে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি

সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে সার সরবরাহে প্রশাসনের তৎপরতা নিশ্চিত করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গতকাল রোববার সকাল থেকে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন উপজেলা কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা। চলতি খরিপ-২ মৌসুমে কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন কৃষিকাজ নিশ্চিত করতে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহে স্বচ্ছতা আনতেই এই মাঠপর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা কৃষি অফিসার জনাবা রেহানা পারভীন। তিনি প্রত্যন্ত ইউনিয়নগুলোর সরকার অনুমোদিত সার ডিলারদের গুদাম ঘর ঘুরে দেখেন এবং সরবরাহের হালচাল সম্পর্কে খোঁজ নেন। তার সঙ্গে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার জনাব উদয় রহমান এবং উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন কর্মকর্তারা। কৃষকরা যাতে নির্ধারিত মূল্যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে তারা সরাসরি খোঁজখবর নেন। কোনো কৃষক সার সংকটে রয়েছেন কি না, অথবা কোথাও অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন জানান, সরকার কৃষকদের উৎপাদন খরচ সহনীয় রাখতে ভর্তুকি মূল্যে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু এই সার যেন কেউ মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে বা নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য নিয়মিতভাবে ডিলার মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কোথাও কোনো অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিদর্শনে দেখা যায়, অধিকাংশ ডিলারদের গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুদ রয়েছে। কৃষকরা জানাচ্ছেন, চলতি মৌসুমে তারা তুলনামূলকভাবে সঠিক সময়ে সার পাচ্ছেন এবং কোনো বাড়তি মূল্য দিতে হচ্ছে না। আলমডাঙ্গার হাপানিয়া গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “এবার এখনো পর্যন্ত সময়মতো সার পেয়েছি। আগে কখনো কখনো লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ফিরে আসতে হতো। এবার তেমন সমস্যা হয়নি।”

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার উদয় রহমান জানান, মাঠপর্যায়ে তদারকি

কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। সার বিতরণে কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রতিটি ইউনিয়নে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে বাজার ও গুদাম ঘুরে সরবরাহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন।

জানা গেছে, চলতি খরিপ-২ মৌসুমে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ রাখা হয়েছে। এই মৌসুমে উপজেলার কৃষকদের জন্য প্রায় ১২০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫০০ মেট্রিক টন ডিএপি, ৪৫০ মেট্রিক টন টিএসপি এবং ৪৩০ মেট্রিক টন এমওপি সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বড় একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ইউরিয়া ১৬ টাকা, ডিএপি ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা এবং এমওপি ১৫ টাকা কেজি দরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি নিয়মিতভাবে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। কৃষকদের যাতে প্রতারণার শিকার হতে না হয় এবং কোনো অবস্থাতেই যেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয়, সেটিই হচ্ছে প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

কৃষি কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেন, চলতি মৌসুমে কৃষকরা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার পেয়ে তাদের কৃষি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবেন। এতে করে এলাকার ধান ও অন্যান্য খরিপ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মাঠপর্যায়ের এই মনিটরিং ও নজরদারি কার্যক্রম সারা মৌসুমজুড়ে অব্যাহত থাকবে বলে কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে।

ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষ্যে দামুড়হুদায় বিএনপির

প্রস্তুতিসভা ও দোয়া

আগামী ৫ আগষ্ট ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান পালনের প্রস্তুতিসভা ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল রহিমের মৃত্যুতে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার বিএনপির আয়াজনে গতকাল রবিবার বেলা ৪ টার দিকে দলীয় অস্থায়ী কার্যালয়ে এই প্রস্তুতি সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুরা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম।

আরো উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আনছার আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কবির, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শামসুল আলম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলি ভুট্টু, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ছালমা জাহান পারুল, সদস্য সচিব বেবি খাতুন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, কৃষক দলের যুগ্ন-আহ্বায়ক মতিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, মৎস্যজীবি দলের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী।

আলমডাঙ্গায় সাবেক ডিএমপি কমিশনারের বাড়িতে চুরি গ্রেফতার-৪ জন

সাবেক ডিএমপি কমিশনার ও তার ভাইয় এনামূল হকের বাড়িতে চুরিতে চারজন গ্রেফতার হলেও উদ্ধার হয়নি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা।

আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা বন্ডবিল গ্রামে সাবেক ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শফিকুল ইসলামের ভাইয়ের বাড়িতে চুরির ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে এখনও উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া ১৪ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

আলমডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বাবলু খাঁনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করে।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন—আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর নওদা বন্ডবিল গ্রামের মন্টু আলীর ছেলে মো. সজিব হোসেন ওরফে ফজা (২৬), আহাদ আলীর ছেলে মো. সাজিদুর রহমান (২৪), সোহরাব আলীর ছেলে মো. মোজ্জাম্মেল কাজল (২২) এবং ঝন্টু মিয়ার ছেলে মো. সোহান আলী (২৪)। সোমবার দুপুরে তাদের চুয়াডাঙ্গা আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৯ জুলাই রাতে শফিকুল ইসলামের ছোট ভাই ও আলমডাঙ্গা একাডেমি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এনামুল হকের বসতবাড়িতে দুর্বৃত্তরা চেতনানাশক স্প্রে ছড়িয়ে বাড়ির সদস্যদের অচেতন করে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ নিয়ে যায়।

এ ঘটনায়, এনামুল হক বাদী হয়ে ওই দিন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে পুলিশ অভিযান চালায়। তবে গ্রেফতারদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া মালামাল এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন তদন্তসংশ্লিষ্টরা।

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ বিরাজ করছে। স্থানীয়রা দ্রুত

মালামাল উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির অভিযানে চোরাচালানপণ্য উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্তে ৬ বিজিবি অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার মাদক ও শাড়ী থ্রী পিচ উদ্ধার করেছে।গত তিনদিনে দর্শনা, বারাদী, ঠাকুরপুর, মুন্সিপুর, হুদাপাড়া এবং আনন্দবাস বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়ে এ সব চোরাচালানপন্য উদ্ধার করে।

এ অভিযানে ২৫ বোতল ভারতীয় মদ, ৫৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ৪৩ পিস ভারতীয় শাড়ী, ২৯২ পিস বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স, ০১টি ভারতীয় আইফোন এবং ৮০ পিস মোবাইল ডিসপ্লে ছাড়াও অন্যান্য চোরাচালানপণ্য আটক করে।

দীর্ঘদিন ধরে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় মাদক ও অন্যান্য চোরাচালান চক্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করেছে বিজিবি।

বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের ৮ম বর্ষপূর্তি উদযাপন

স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোনের ৮ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল দশটায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ইতিহাস বিভাগের সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের তথ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আবু হুরাইরা। অনুষ্ঠানে বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ইউনিটের সভাপতি রাসেল আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ৮ম বার্ষিক উদযাপন কমিটির আহবায়ক ইয়াসিন আরাফাত। অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক প্রতিবেদন ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সহ-সভাপতি হাসিবুল হাসান ও কোষাধ্যক্ষ জান্নাতুল আইরিন।

আলোচনা সভায় বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ হাবিবের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সিনিয়র শিক্ষক উপদেষ্টা সহকারী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান। এ সময় অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাঁধন সংগঠন সেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি সংগঠন। ২০১৭ সালে থেকে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে এই সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দেখে আসছি একঝাঁক তরুণ তরুণী এই সংগঠনের হয়ে বিভিন্ন মানুষের রক্তের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ত জোড়াগ করা রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা এবং রক্তদানে শিক্ষার্থী সহ সাধারণ মানুষের উদ্বুদ্ধ করার মতো সৃজনশীল কাজ তারা করে যাচ্ছে তারা। এই সংগঠনটি চুয়াডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে তারা নিরলস ভাবে কাজ করছে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য। মানুষের রক্তের চাহিদা অনুসারে এই সংগঠনে যে সকল শিক্ষার্থী কাজ করে করে তারা দিন রাত যেকোনো সময় এই সেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষী এনআরবি ওয়ার্ল্ডের সাবেক সভাপতি ও শাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান মুহাম্মদ সাহিদুজ্জামান টরিক। এ সময় তিনি বলেন, মানবদেহে রক্তের বিকল্প কিছুই নেই। সড়ক দুর্ঘটনা, অপারেশন, থ্যালাসেমিয়া, ডেলিভারি কিংবা ক্যানসারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের জীবন বাঁচাতে প্রয়োজন পড়ে এই রক্তের। এই প্রয়োজনীয় রক্তটিই অনেক সময় সময়মতো পাওয়া না যাওয়ায় হাজারো মানুষ অকালে প্রাণ হারায়। শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রক্ত নিয়ে কাজ করছে বাঁধন নামের এই সংগঠনটি।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আজকে আপনি যেই মানুষগুলোর জন্য সেচ্ছায় রক্ত দিচ্ছেন রক্ত জোগাড় করে দিচ্ছেন একদিন সেই মানুষগুলো আপনার বিপদে এগিয়ে আসবে। বাঁধন সংগঠন কে আরও কাজ করতে হবে এই জাতির পথ দেখাতে হবে মানুষের বিপদে আরও বেশি বেশি আগিয়ে যেতে হবে। এ সময় তিনি এই সংগঠনের মঙ্গল কামনা করেন এবং বাঁধন কর্মীদের এই সকল কাজের জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, বাঁধন একটি স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন । এটি ১৯৯৭ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ হলে মোহাম্মদ শহিদুল হক রিপনের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঁধন আজ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছে। বাঁধনের সদস্যরা বিনামূল্যে রক্তদানে উৎসাহিত করে, নিজে রক্ত দেয়, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করে। বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোন ২রা অগাস্ট ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এ সময়, শিক্ষক উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুলতান মাহমুদ, আজিম হোসেন, সাবিনা খাতুন, জমসেদুর রহমান, বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিকাইল হোসেন, ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেদুর রহমান, সজিবুল ইসলাম, সুজাউদ্দীন টুটুল, সাকিব বিশ্বাস,বাঁধন কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শরিফুল,সাকিব হোসেন ,আশিক,অয়ন,মাহফুজ, ইব্রাহিম, মনিরুল, মুর্তজা, সোহা, মৌসুমি,চাঁদনী, হালিমা সহ বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষী বাঁধনের নেতৃবৃন্দ।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে চোরাপন্যসহ আটক-৫

দর্শনা পৌরসভায় ১১২ টি সোলার লাইট ল্যাম্পপোস্ট লাগানো হয়েছে।এ সব ল্যামপোষ্ট ৬ মাসের ভিতরে সবই চোরেরা চুরি করে নিয়ে যায়।

এ চুরির ঘটনায় দর্শনা পৌরসভার পৌর সহায়ক হারুন অর রশিদ হারুন

দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ করে।অভিযোগের পেক্ষিতে মাঠে নামে প্রশাসন।

গতকাল দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে এলইডি ল্যাম্পসহ চার্জার সোলার লাইট ও ১০ টি ব্যাটারিসহ কিশোরসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায়,গত বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান দর্শনা শামসুল ইসলাম সড়কের ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঠে।এ সময় দর্শনা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা চেকপোষ্ট সড়কের উপর।

এ সময় পুলিশ সোলার লাইটের ল্যামপোষ্টের পিলালের উপর উঠে এলইডি লাইট খুলছে।পুলিশ সে সময় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঝপাড়ার হাবিবুর রহমানের ছেলে হাসিবুল রহমান (১৯) ও একই গ্রামের আখতারুল ইসলামের ছেলে শিপন মিয়াকে (২৫(হাতে নাতে গ্রেফতার করে।পরে তাদের দুজনের স্বীকারক্তিতে আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করে গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা পৌরসভার মোবারক পাড়ার মৃত্য সেলিমের ছেলে হামিদুল ইসলাম (২৮) ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে আকাশ (১৭) ও একই গ্রামের আমিরুলের ছেলে শিহাব (১৭)কে গ্রেফতার করে।পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে তাদের বাড়ি থেকে ও চার্জার মোটরসাইকেল থেকে বিভিন্ন চোরাইকৃত মালামাল উদ্ধার করে।

গতকালই ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।এ বিষয়ে দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসক এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান বলেন,আমরা পৌরসভার সব রাস্তাগুলো সোলার ল্যামপোষ্ট দিয়েছি তবে চোরেরা আস্তে আস্তে সব সোলার ল্যামপোষ্ট গুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে।আমি শুনার পর আমার এক কর্মকর্তা দিয়ে অভিযোগ করি।অভিযোগের ভিত্তিতে দর্শনা থানা পুলিশ চোরাইকৃত মালামালসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকাসক্ত চোরচক্রের উৎপাতে জনজীবনে অস্বস্তি, বেড়েছে চুরি

আলমডাঙ্গায় সপ্তাহজুড়ে বেড়েছে চোরচক্রের তৎপরতা, একাধিক দোকান-বসতবাড়িতে চুরি হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানা সংলগ্ন হাইরোড এলাকার সিদ্দিকের মুদি দোকানে রাতের আঁধারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে দোকানের পেছনের দরজার তালা ভেঙে চোরেরা ভেতরে প্রবেশ করে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন মূল্যবান মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, দোকানের ক্যাশবাক্সে থাকা নগদ ১০ হাজার টাকা, দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট, মোবাইল ফোন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু মুদি পণ্য চুরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই দোকানটি পরিচালনা করে আসছিলেন মৃত ইচাহক আলির ছেলে সিদ্দিক, যিনি রাতভর দোকান খোলা রাখায় স্থানীয়দের কাছে পরিচিত মুখ।

একই রাতে পৌর শহরের মাদ্রাসা পাড়ার বাসিন্দা রমেশ কর্মকারের বাড়িতেও চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, সিদ্দিকের দোকানের পাশেই থাকা ‘মিডিয়া ওয়াল্ড’ মোবাইল ফোনের দোকানে টিন কেটে প্রবেশের চেষ্টার আলামত পাওয়া গেছে, তবে সেখানে চুরি সফল হয়নি।

এদিকে, সম্প্রতি পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি সফিকুল ইসলাম ও তার ভাই এনামুল হকের বসতবাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটে। প্রায় দুই মাস আগে একই এলাকায় কাজলের দোকান থেকেও দেড় লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়েছিল।
স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাদকদ্রব্যের ভয়াবহ বিস্তার এবং মাদকাসক্ত যুবকদের দৌরাত্ম্যে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। তারা বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

চোর শনাক্ত ও গ্রেফতারে এখনো পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি বলেও জানা গেছে। ঘটনাগুলোকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

চুয়াডাঙ্গায় সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৫৮১তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল চারটায় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ। আসরের শুরুতে সাহিত্য পরিষদের তরুন লেখক নুরুজ্জামান নুরুর আকর্ষিক মৃত্যুতে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। একই সাথে পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হামিদুল হক মুন্সির সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়।

সাহিত্য পরিষদের অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আব্বাস উদ্দীন, লতিফা রহমান বনলতা, শহিদুল ইসলাম, হারুন-অর-রশিদ, চিশতী এম এ হামিদ, গুরু কাজল মল্লিক, মর্জিনা খাতুন, হুমায়ুন কবীর, আবু নাসিফ খলিল, গোলাম কবীর মুকুল ও আসমানী খাতুন। নাটক পাঠ করেন মো. আলাউদ্দীন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতা আবৃত্তি করেন সরদার আলী হোসেন।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন ইকবাল আতাহার তাজ, হুমায়ুন কবীর, আবু নাসিফ খলিল ও কাজল মাহমুদ। আসরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান এমপি। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ‘পদধ্বনি’ আসরের ১৫৮১তম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ১৫

বাংলাদেশীকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

গতকাল বৃহস্পতিবার ৩১ জুলাই দুপুর ২ টার দিকে সীমান্তের নোমান্স ল্যান্ডে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের পর বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১৫ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) চুয়াডাঙ্গার-৬ ব্যাটালিয় বিজিবির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে । পরবর্তীতে তাদেরকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর বলেন গতকাল দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট থেকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬ বিজিবি ১৫ জনকে বাংলাদেশীকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে । আমরা তাদেরকে পৌরসভার একটি স্কুলে রাখার পর তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নিরাপত্তা প্রদান করি । আজ শুক্রবার ১ আগষ্ট বেলা সাড়ে ১১ টায় ৪ টি পরিবারের নিকট ১৫ জন বাংলাদেশীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৫ জন বাংলাদেশি হস্তান্তরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলো কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার নিজাম উদ্দীনের ছেলে রাসেল আলী(২৬) রাসেলের স্ত্রী মোছাঃ শাবানা (২১), নিজাম উদ্দীনের স্ত্রী মোছাঃ রাহিলা
(৫২) রাসেলের মেয়ে মোছাঃ আছিয়া(৩) রিয়াজ উদ্দীনের মেয়ে মোছাঃ রেশমা(১০)কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার কবীরমাহমুদ গ্রামের আজিজারের ছেলে রফিকুল (২৮)তার স্ত্রী মোছাঃ জান্নাতি (২৪), তার মেয়ে মোছাঃ রুকসানা (১০)ঢাকা গাজিপুর জেলার বাশন থানার গাজীপুর চৌরাস্তা ঈমান আলীর মোড়ের রবিউল ইসলাম (১৪), রফিকুল ইসলাম সদর (৩১), পিতা-মৃত আজিজার রহমান কবিরাজ,, মোছাঃ জান্নাতি বেগম (২৮), স্বামী মোঃ রফিকুল ইসলাম সদর, লালমনিরহাট জেলার উত্তর সাপটানা কাছেরটরি,গ্রামের আব্দুছ সালামের ছেলে রেমন আলী (০১),সহ ১৫ জন নারী পুরুষ শিশুসহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন।এরা কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে দীর্ঘ ১১ বছর ভারতে বসবাস করে আসছিলো।